ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
******

স-২৬১২
আগরতলা, ২৯ আগস্ট, ২০২৫

জাতীয় ক্রীড়া দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে ক্রীড়ামন্ত্রী
খেলাধুলা দেহ ও মনকে সুস্থ, সতেজ ও সুন্দর রাখে

রাজ্য সরকার রাজ্যের খেলোয়াড়দের সুরক্ষা দেওয়া, আর্থিক সহায়তা দেওয়া এবং নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেওয়ার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেছে। খেলোয়াড়রা যাতে পরিকাঠামোগত বা আর্থিক কারণে পিছিয়ে না যায় সেদিকে রাজ্য সরকারের নজর রয়েছে। ইতিমধ্যে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তর এবং জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে সারা রাজ্যে মোট ১৩টি সিন্থেটিক টার্ফ ফুটবল মাঠ তৈরী করা হয়েছে। এর মধ্যে উদ্বোধন করা হয়েছে ১১টি। এছাড়া টেনিস কোর্ট, ভলিবল কোর্ট, ব্যাডমিন্টন খেলার হল ছাড়াও ২০টি ঘাসের মাঠ তৈরীর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামন্ত্রী টিঙ্কু রায় আজ আগরতলা টাউনহলে রাজ্যভিত্তিক জাতীয় ক্রীড়া দিবস-২০২৫ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে একথা বলেন। ভারত সরকার হকির যাদুকর ধ্যানচাঁদের জন্মদিবস উপলক্ষ্যে আজকের দিনটিকে জাতীয় ক্রীড়া দিবস হিসেবে পালন করে।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রী টিঙ্কু রায় বলেন, খেলাধুলা দেহ ও মনকে সুস্থ, সতেজ ও সুন্দর রাখে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি খেলাধুলায় ভারতবর্ষের নাম উজ্জ্বল করার জন্য নানা প্রকল্প চালু করেছেন। আমরাও তাঁর পথ ধরে এগিয়ে চলেছি। গত ৫ থেকে ৬ বছরে রাজ্যে অনেক ক্রীড়া পরিকাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে। শুধু আগরতলায় নয়, পানিসাগরে একটি আন্তর্জাতিক মানের সুইমিংপুল তৈরী করা হয়েছে। ধর্মনগর ও তেলিয়ামুড়ায় ইন্ডোর হল নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া কৈলাসহর ও উদয়পুরে ২টি হলের কাজ চলছে। উদয়পুর ও কৈলাসহরে যুব আবাস তৈরী করা হয়েছে। ক্রীড়া পরিকাঠামোর নাম প্রখ্যাত খেলোয়াড়দের নামে নামঙ্কিত করা হয়েছে। গত ৭ বছরে জাতীয় স্কুল গেমস, খেলো ইন্ডিয়া ও জনজাতি খেলায় রাজ্যের খেলোয়াড়রা মোট ১৬৮টি স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ পদক এনেছে।

তিনি বলেন, খেলাধুলাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। আমাদের রাজ্যে বহু প্রতিভাবান খেলোয়াড় রয়েছে। আমাদের রাজ্যে যারা প্রখ্যাত খেলোয়াড় রয়েছেন বা যারা পদ্মশ্রী পুরস্কার পেয়েছেন বর্তমান প্রজন্মের খেলোয়াড়দের তাদের পথ অনুসরণ করতে হবে। তিনি বলেন, আমাদের রাজ্যের মেয়েরা খেলাধুলায় আজ অনেক এগিয়ে রয়েছে। রাজ্য সরকার খেলোয়াড়দের জন্য বীমা-র সংস্থান রেখেছে। এই দিবস উপলক্ষ্যে আজ সকালে ঊনকোটি, উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ ও নীরমহলে যোগাসনের আয়োজন করা হয়। আমরা চাই সকলের প্রচেষ্টায় বিকশিত ভারত ও ইয়ং ইন্ডিয়া গড়ে তুলতে।

বিশেষ অতিথি সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য বলেন, যারা খেলাধুলার সাথে জড়িত রয়েছেন আজ তাদের কাছে গর্বের দিন। তিনি উপস্থিত খেলোয়াড়দের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, খেলাধুলায় পারফরম্যান্স ভাল করার জন্য নিয়মিত অনুশীলন করতে হবে।

******২য় পাতায়

কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা খেলাধুলার বিষয়ে আন্তরিক রয়েছেন। এছাড়া বক্তব্য রাখেন অলিম্পিয়ান জিমন্যাস্ট দীপা কর্মকার। স্বাগত বক্তব্যে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের সচিব ড. পি কে চক্রবর্তী হকির যাদুকর ধ্যানচাঁদকে এক কিংবদন্তী খেলোয়াড় বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, রাজ্যে আরও ক্রীড়া পরিকাঠামো গড়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ৪০ কোটি টাকার প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা ক্রীড়া পর্ষদের সচিব সুকান্ত ঘোষ। অনুষ্ঠানে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৬৮তম জাতীয় স্কুল গেমস, খেলো ইন্ডিয়া ইয়ুথ গেমস এবং জাতীয় স্তরের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ পদক বিজয়ী বালক ও বালিকাদের সর্বোচ্চ ১ লক্ষ টাকার চেক ও সর্বনিম্ন ২৫ হাজার টাকার চেক দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়। ক্রীড়ামন্ত্রী সহ অতিথিগণ তাদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। অনুষ্ঠান শুরুর আগে ক্রীড়ামন্ত্রী সহ অতিথিগণ হকির যাদুকর ধ্যানচাঁদের প্রতিকৃতিতে পুস্পার্ঘ অর্পণ করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। অনুষ্ঠানে ক্রীড়ামন্ত্রী সকলকে ‘ফিট ইন্ডিয়া’-র বিষয়ে শপথবাক্য পাঠ করান। সভাপতিত্ব করেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা এল ডার্লং।

******